ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক
স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

(হোমিয়োপ্যাথি বিদ্যার জনক)

সব্যসাচী রায়চৌধুরী

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ প্রাক্‌কথন ॥

'মানবশরীরকে ব্যাধিমন্দির বলেছেন শাস্ত্রকারেরা। কবি বলেছেন 'এ তনু ধারণে যাতনা না হয় কার রে?' শরীর থাকলে ব্যাধি থাকবে, যন্ত্রণা হবে—এ কথা সত্য। সঙ্গে, এ কথাও সত্য যে সেই ব্যাধির নিরসনে, যন্ত্রণার উপশমে মানব-সৃষ্টির উষাকাল থেকেই একশ্রেণির মানুষ উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়ে আছেন চিরকাল। সমাজে তাঁরা বৈদ্য, চিকিৎসক, হেকিম, কবিরাজ প্রভৃতি নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পথপ্রদর্শক কিংবা নতুন চিকিৎসাবিধির প্রবর্তক। স্বীয় প্রতিভাবলে মানবশরীরের পীড়া নিরাময়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, নতুন মত ও পথের আবিষ্কর্তা। তেমনই একজন মহান চিকিৎসক ও নতুন চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (Christian Friedrich Samuel Hahnemann)। এই গ্রন্থে তাঁরই জীবন ও কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

স্যামুয়েল হ্যানিম্যান আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে (১৭৫৫-১৮৪৩) জার্মানি ও ফ্রান্সে তাঁর স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ ৮৮ বছরের জীবনের প্রথম ৮০ বছর জার্মানিতে ও শেষ ৮ বছর প্যারিসে অতিবাহিত হয়। তাঁর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; বিপরীতে, বাধাবিঘ্নসংকুল পতন- অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার মতো কন্টকাকীর্ণ ছিল। হিংসা-দ্বেষ-শত্রুতা-বিরুদ্ধতায় বিদ্ধ ছিল। যিশুখ্রিস্ট, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস প্রমুখ মহাপুরুষদের মতোই অত্যাচারিত

ও নিন্দিত ছিল। সমকালের মানুষ তাঁকে বুঝতে পারেনি। কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়েছে এই মহান চিকিৎসককে প্রায় সারাজীবন। প্রচলিত পন্থার চিকিৎসা-বিধির বিরোধিতা করে 'হোমিয়োপ্যাথি' নামক নব্য পন্থার চিকিৎসা-দর্শনের আবিষ্কর্তা হ্যানিম্যান মাত্র আংশিক মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছেন প্রায় শেষজীবনে। আজও, তাঁর প্রবর্তিত 'হোমিয়োপ্যাথি' পৃথিবীর প্রায় সব দেশে প্রচলিত থাকলেও 'সর্বজনগ্রাহ্য ও আদৃত' হয়ে উঠতে পারেনি। একশ্রেণির চিকিৎসকের কাছে অবহেলিত ও উপেক্ষিত থেকে গেছে। সমস্ত আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই এই সংশয় চিরকাল থাকে। যেমন, আজও কিছু মানুষ প্রশ্ন করেন, সত্যিই কী মানুষ 'চন্দ্রবিজয়' করেছে? নতুন পথ সর্বকালেই বিঘ্নসংকুল, নতুন মত সর্বদেশেই সংশয়াপন্ন।

শুধুমাত্র প্রতিভাবান চিকিৎসক বা 'হোমিয়োপ্যাথির জনক' অভিধায় তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। সুপণ্ডিত এই মানুষটি বহুভাষা-বিশারদ এবং খ্যাতনামা অনুবাদক হিসাবেও মান্য। জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা থেকে এবং প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা অজস্র। মৌলিক গ্রন্থ রচনাতেও তিনি কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি একজন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ। নির্ভীক, সত্যপরায়ণ, দরদি, পরম ঈশ্বরবিশ্বাসী, অক্লান্ত গবেষক ও পরিশ্রমী, রোগীবৎসল ও বন্ধুবৎসল হ্যানিম্যানের জীবন বিস্ময়করভাবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও উচ্চশির।

চরম সংগ্রামময় তাঁর দীর্ঘজীবন। অনেক প্রসিদ্ধ জীবনীকার তাঁর প্রতিভাময় জীবনের নানা দিক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। তেমনই একজন জীবনীকার অ্যালব্রেক্ট (Albrecht) তাঁর জীবনকে পাঁচটি মুখ্য পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শৈশব ও ছাত্রাবস্থা (১৭৫৫-১৭৯২), দুঃখময় কাল ও ভ্রমণাবস্থা

(১৭৯২-১৮১১), সংগ্রামের কাল (১৮১১-১৮২১), শান্তিময় জীবন ও শিক্ষাদানের কাল (১৮২১-১৮৩৫) এবং বার্ধক্যের গৌরবময় কাল (১৮৩৫-১৮৪৩)। প্রকৃতপক্ষে, এমন মোটাদাগের পর্যায়বিভাগে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য আমরা এই গ্রন্থে তাঁর জীবনকে আরও অতিরিক্ত কয়েকটি 'সময়ে' বিভক্ত করেছি। এজন্য, রিচার্ড হেল, টমাস ব্র্যাডফোর্ড, অ্যালব্রেক্ট প্রভৃতি সহায়ক গ্রন্থ ও ইন্টারনেট তথ্যের সাহায্য নিতে হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে 'হ্যানিম্যান'-এর ইংরেজি বানানটির পরিবর্তন দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে; কোথাও Hahnemann, কোথাও Hanemann, কোথাও বা আবার Hannemann।

'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রী সন্দীপ নায়ক ও শ্রী সপ্তর্ষি নায়ক মহাশয়গণ আমাকে এই কাজে ব্রতী হবার সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

হ্যানিম্যানের এই জীবনীগ্রন্থ সেই মহাত্মার জীবনের সামান্যতম স্বাদও যদি বহন করতে পারে এবং হোমিও চিকিৎসক ও সাধারণ পাঠককুল যদি সামান্যতমও উপকৃত হন তবে আমার শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত গ্রন্থকার
ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী

২২ এপ্রিল, ২০১১,
গুডফ্রাইডে
সিউড়ি, বীরভূম॥

সূচিপত্র

জন্ম, পরিবেশ ও পরিবার	১৩
বাল্যশিক্ষা	১৬
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, লিপজিগ থেকে ভিয়েনা, ভিয়েনা থেকে আর্লাঞ্জেন	১৯
প্রেম ও বিবাহ, পরিবার, দেশ থেকে দেশান্তর	২৫
হোমিয়োপ্যাথি—নির্মাণ	৩১
দুঃখ ও ভাগ্যবিড়ম্বিত ভবঘুরে জীবন, এ শহর থেকে সে-শহর প্রতিষ্ঠার পথে অবশেষে তোরগাউ	৪১
সংগ্রামের কাল, স্বীকৃতি ও বিরোধিতা, খ্যাতি ও নিন্দা।	৫৮
শান্তির সূর্যোদয়, প্রজ্ঞা, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা	৬৫
হোমিয়ো ওষুধ প্রস্তুতের প্রাথমিক প্রণালী, হাসপাতাল-ঘটনাবলি	৮০
দ্বিতীয় বিবাহ, কোথেন ত্যাগ, প্যারিস জীবন	৮৬
প্যারিসে শেষ কয়েকবছর, সুখ ও সমৃদ্ধি	৯৪
চিকিৎসক-সত্তা, অর্গ্যানন ও অন্যান্য কীর্তি	১০২
এল 'শেষের সেদিন'	১০৬
পরিশিষ্ট (ক) গুরুত্বপূর্ণ কাজ	১১১
পরিশিষ্ট (খ) জীবনের স্মরণীয় দিন	১১৭

॥ এক ॥

জন্ম, পরিবেশ ও পরিবার

আঠারো শতকের মাঝামাঝি। জার্মানিতে চলছে 'এনলাইটেনমেন্ট' আন্দোলন। চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মের অনুশাসনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় কোনো কিছুকেই প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে না, দেওয়া হচ্ছে না নির্বিচার আনুগত্য। যুক্তি-তর্ক-প্রশ্ন-অনুসন্ধান সাপেক্ষে চলছে গ্রহণ বর্জনের অস্থির অবস্থা। তৈরি হচ্ছে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র।

এমনই এক সময়ের কথা। জার্মানির আপার স্যাক্সনিতে মিশেন (Meissen) নামে এক ছোট্ট সুন্দর শহর। পাশে এল্‌ব নদী। নদীর ধারে পলিমাটির জমিতে একরের পর একর আঙুরের খেত। মাঝেমাঝে কাপড় আর চিনামাটির কারখানা। এখানকার লোকেদের জীবিকা প্রধানত আঙুরখেতে কিংবা কারখানায়। মিশেন শহরটি বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও বেশ এগিয়ে। সাধারণ

শিক্ষার ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়াও সেখানে আছে ইলেকটোরেল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সেই শহরে বাস করেন ক্রিশ্চিয়ান গট্‌ফ্রায়েড হানিম্যান ও তাঁর স্ত্রী জোহানা ক্রিশ্চিয়ান হ্যানিম্যান। গট্‌ফ্রায়েড একজন স্বল্পশিক্ষিত মানুষ। সৎ ও ভালোমানুষ বলে পরিচিত। সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন কাটানোই তাঁর পছন্দের, তা ছাড়া সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছলও নয়, মোটামুটি গরিবই ছিলেন তিনি, বলা যায়। কাজ করতেন চিনেমাটির কারখানায়; চিত্রশিল্পী ছিলেন তিনি। চিনেমাটির বাসনপত্র, ফুলদানি, কাপ-ডিশের ওপরে রং দিয়ে নানা বিচিত্র ছবি আঁকার কাজ ছিল তাঁর। মিশেনের পোর্সেলিন বা চিনেমাটির নাম ছিল দেশেবিদেশে।

মি. গট্‌ফ্রায়েড ও তাঁর স্ত্রী জোহানার দরিদ্র সংসারে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত সাদামাটা সংসার। পাঁচটি সন্তান তাঁদের। বড়ো দুটি মেয়ে, পরের দুটি ছেলে, আবার শেষেরটি মেয়ে। তাঁদের তৃতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্রের নাম ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। ভবিষ্যতের হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। বহু বিচিত্র ঘটনার উত্থানপতনে এবং অসামান্য প্রতিভা ও পরিশ্রমে আকীর্ণ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন। সমগ্র জীবনব্যাপী এক স্থিরলক্ষ মানুষ। অনমনীয় জেদ, সত্যানুসন্ধান, অক্লান্ত কর্ম এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তাঁকে এক অজানা নতুন পথে চালিত করেছে। তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রম তাঁকে এক আশ্চর্য চিকিৎসাবিদ্যার আবিষ্কারক ও চিকিৎসকের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বহুভাষাবিদ এবং অনন্য অনুবাদক হিসাবেও তিনি বিশ্বস্বীকৃত।

যদিও ফ্রেডেরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান নিজেই লিখেছেন '১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল আমার জন্ম'—এবং সর্বত্র এই

তারিখটিই তাঁর জন্মদিন হিসাবে উল্লেখিত হয়, তবু, তাঁর এক অন্যতম বিশিষ্ট জীবনীকার টমাস লিন্ড্স্লে ব্র্যাডফোর্ডের গ্রন্থে আমরা পাই, '১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্ম।' এমনকি, মিশেনের চার্চের দপ্তরেও লেখা আছে "ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্ম ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিলের সকালবেলা। ওই বছরেই এপ্রিলের ১৩ তারিখে পাদরি এম্ জুঙ্গাহান্স তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত তথা ব্যাপটাইজ করেন।" মিশেন শহরের জন্ম নথিভুক্তকরণ দপ্তরেও ১১ এপ্রিল দিনটিই লেখা আছে। তবুও কোনো অজ্ঞাত কারণে, কিংবা হয়তো তাঁর আত্মজীবনীর নিরিখে সারা বিশ্বে তাঁর জন্মদিন ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল বলে গণ্য করা হয়।

॥ দুই ॥

বাল্যশিক্ষা

শৈশবে স্যামুয়েল আর পাঁচটা শিশুর মতোই, দুরন্ত ও চঞ্চল। তবু, মা-বাবার মনে হয়, তার কৌতূহল বোধহয় একটু বেশি, তার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক প্রখর। তবে স্বাস্থ্য ভালো নয়, প্রায়ই ভোগে স্যামুয়েল। তাঁর প্রথম প্রথাগত শিক্ষা শুরু হয় মিশেনের একটি সাধারণ বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ায় গভীর মনোযোগ তাঁর, সবকিছু জানবার আগ্রহ প্রবল। শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা ও বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অত্যন্ত দ্রুত বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করতে পারতেন তিনি। অতি বাল্যকালেই তিনি মাতৃভাষা জার্মান ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি, গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর এক শিক্ষক, মাস্টার মুলার তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এই শিক্ষকের কথা হ্যানিম্যান পরিণত বয়সেও বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, লিখেছেন, "আমাকে তিনি সন্তানের মতো ভালোবাসতেন এবং আমার মনে

হত যে তিনি যেন আমার আর পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই জন্মেছিলেন।" ভাষা শিক্ষায় এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন কিশোর স্যামুয়েল, যে তাঁর বয়স যখন বারো, তখনই, এই শিক্ষক তাঁকে ওই বিদ্যালয়েরই অন্য ছাত্রদের গ্রিক শেখাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন! মেধাবী ছাত্র হিসেবে সকলের নজর কেড়েছিলেন স্যামুয়েল। কয়েকবছর পরে, ষোলো বছর বয়সে শিক্ষক মাস্টার মুলারের উৎসাহে ফ্রুস্টেন স্কুল নামে একটি প্রাইভেট স্কুলে ভরতি হলেন স্যামুয়েল।

লেখাপড়ার ব্যাপারে স্যামুয়েলের যতখানি আগ্রহ ছিল তাঁর বাবা গটফ্রায়েডের ততখানিই অনাগ্রহ ছিল। তিনি চাইতেন না ছেলে লেখাপড়া শিখে দিগগজ হোক; বরং তিনি প্রায়ই স্কুল থেকে ছেলের নাম কাটিয়ে দিতেন, স্কুলের বেতন বাকি রাখতেন এবং চাইতেন ছেলে স্কুল ছেড়ে কিছু রুজিরোজগার করুক। হয়তো তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতাই এর কারণ। কিন্তু মেধাবী স্যামুয়েলের শিক্ষকভাগ্য খুবই ভালো ছিল বলতে হবে। গটফ্রায়েড যখন স্কুলের বেতন দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন তখন স্যামুয়েলের শিক্ষকেরা ওই স্কুলে আট বছর ধরে তাঁর সমস্ত বেতন মঞ্জুর করে দিয়ে জোর করে তাঁকে স্কুলে ধরে রেখেছিলেন। স্যামুয়েলের লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য গটফ্রায়েডকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। অগত্যা গটফ্রায়েড সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন। শিক্ষকদের এহেন আচরণের কারণ স্যামুয়েলের আশ্চর্য মেধা, যা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। ছাত্র হিসেবে ওই স্কুলে স্যামুয়েল উজ্জ্বল কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

স্যামুয়েলের বয়স যখন কুড়ি, ফ্রুস্টেন স্কুলের পড়া শেষ হল। তাঁর ইচ্ছা এবার ডাক্তারি পড়বেন। লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ নাম ছিল চিকিৎসাবিদ্যা পড়াবার ক্ষেত্রে। সেখানেই পড়বার